দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 23 JAN 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৩ ...

৮

সম্পাদকীয়

অমর একুশে গ্রন্থ মেলা প্রসঙ্গে

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী একুশের বইমেলা অত্যাসন্ন। এই বৎসর এই বই মেলাকে কেন্দ্র করিয়া প্রকাশক লেখক পাঠক মায় সর্বমহলেই নানাবিধ শংকা-আশংকা উদ্বেগ বিরাজ করিতেছিল। বিশেষত রাজনীতির নামে দেশব্যাপী সাম্প্রতিককালে যেই সন্ত্রাস-সহিংসতা দেখা দেয় তাহাতে স্বাভাবিকভাবেই সর্বমহলে এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতি দেখা দেয়। এইবার বাঙালির প্রাণের মেলা হিসাবে পরিচিত এই বই মেলার পরিধি সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সকল মহলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়িয়াছে। বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণের পরিসরে এই বই মেলাকে ধারণ করা দুরূহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে অনেক আগেই। দিনে দিনে প্রকাশনা সংস্থার সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছে তেমনই পাঠক ও মেলায় বেড়াইতে আসা লোকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে বহু গুণে। ইহার ফলে ভিড়-ভাট্টার কবলে পড়িয়া ব্যাপকভাবে মেলার শ্রীহানি যে ঘটে তাহাতো বলাই বাহুল্য। এই কারণেই মেলা প্রাঙ্গণের বিস্তার বা সম্প্রসারণের বিষয়টি প্রতি বৎসরই দাবি আকারে বিভিন্ন মহল হইতে উত্থাপিত হয়। এইবার কর্তৃপক্ষ বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি পূর্বক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে এই অমর একুশে গ্রন্থমেলা'কে ছড়াইয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত লইয়াছে। ইহাতে অধিকসংখ্যক প্রকাশনার স্থান সংকুলান যেমন হইবে তেমনই আবার দর্শক বা ক্রেতারাও অধিকতর স্বস্তির সহিত তাহাদের পছন্দের বইগুলি নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিবার অবকাশ পাইবে ও একই সঙ্গে মেলা প্রাঙ্গণে ঘুরিয়া-ফিরিয়া বেড়াইবারও মওকা লাভ করিবে।

একুশের বই মেলার বিশেষ তাৎপর্য এই যে, ইহার সহিত আমাদের সকলের এক প্রকার আবেগ জড়িত যাহা এক মহান সংগ্রামের ও আন্দোলনের স্বাক্ষরবাহী। তাই দেশে দেশে বই মেলা আয়োজন প্রধানত বই বিক্রয় তথা প্রকাশকদের পরিচিতি ও বিক্রির লক্ষ্যকে সামনে রাখিয়া আয়োজন করা হইলেও আমাদের এই বই মেলার এক ভিন্ন তাৎপর্য ও মাত্রা রহিয়াছে। মহান ভাষা আন্দোলনের অম্লান স্মৃতির স্মারক হইয়া দেখা দেয় আমাদের একুশের বই মেলা। যদিও প্রকাশকগণ প্রধানত তাহাদের বইপত্র বিক্রির লক্ষ্যটিকেই সামনে রাখিয়া ইহাতে অংশগ্রহণ করে তথাপি আবহমান বাঙলা ও বাঙালির ইতিহাস-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য লালিত প্রাণের স্পন্দন এইখানে পাওয়া যায় বিধায় ইহার গুরুত্বই আলাদা।

তবে একটি কথা মানিতেই হইবে যে, এই মেলার এত আয়োজন ম্লান হইয়া পড়িবে যদি প্রকাশিত বই-পুস্তকের মান বজায় না থাকে। যেন-তেন প্রকারে বই প্রকাশ কিংবা মানের বা সাহিত্য মূল্যের কথা মাথায় না রাখিয়া যেকোন লেখকের নিম্নমানের বই প্রকাশ করিয়া উহা মেলায় উপস্থাপন এক প্রকার রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে কিশোর কিংবা প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য খুব গুণগত মানসম্মত লেখা পাওয়াই মুস্কিল যদিও পুস্তকের আঙ্গিক সৌষ্ঠব ও উহার শ্রীবৃদ্ধিতে কোন কমতি নাই। আরেকটি বিষয় হইল মেলায় স্টল বরাদ্দের ক্ষেত্রে যেই নীতিমালা অনুসৃত হয় উহাও ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া সংশ্লিষ্ট মহল মনে করেন। কেননা, স্টল পাইতে একটি প্রকাশনা সংস্থাকে অন্যূন ২৫টি নূতন বই প্রকাশের যেই বিধান রাখা হইয়াছে উহা পালন করিতে গেলে পুস্তকের মান ধরিয়া রাখা সহজসাধ্য নহে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত যত্নসহকারে ভাল মানের দুই চারটি বই যাহারা প্রকাশ করে তাহারা আর মেলায় স্টল লাভের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। উহা এক ধরনের ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাই বটে। এই সকল দিকে কর্তৃপক্ষের সবিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। একুশের বই মেলার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ বাংলা ও বাঙালির ঐতিহ্য-নির্ভর ইতিহাস সাহিত্য-বিজ্ঞান-গবেষণা ইত্যাদি বিষয়ে সেমিনার-সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি। একুশের গ্রন্থমেলা ইহাতে বিশেষ সৌকর্যমন্ডিত হইয়া ওঠে আর তাই এইখানে জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের সম্মিলনীকে আরও সমৃদ্ধ করা অপরিহার্য।